কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু: নমুনা সংগ্রহ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়া জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আশরাফুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য মরদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়াস্থ তার নিজ বাড়ীতে তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, যশোর থেকে কুষ্টিয়ায় আসা আশরাফুল ইসলাম নামের একজন জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

এমন খবর পেয়ে ঐ ব্যক্তি করোনা ভাইরাস পজেটিভ কিনা তা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইসিডিআর এ পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে নিশ্চিত করা যাবে ঐ ব্যক্তি করোনা পজেটিভ ছিলো কিনা।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের দুটি গ্রাম লকডাউন করেছে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীবুল ইসলাম খান জানান, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন এই দুই গ্রামে আসার কারণে দুটি গ্রামকে লকডাউন করা হয়েছে।

জরুরী পরিসেবা হিসাবে কেবল টিভি কে বিবেচনা করা উচিত

করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকায় ইন্টারনেট পরিসেবার নাম থাকলেও নাম নেই কেবল টিভি পরিসেবার।

বর্তমান দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ছুটিতে ইন্টারনেট সেবায় নিয়োজিত যানবাহন এবং কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দিয়ে এবার পরিপত্র জারি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত পরিপত্রটি বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) জারি করা হয়েছে।

পরিপত্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকা দেয়া হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, করোনাভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ষোষিত সাধারণ ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমনে নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থাকালে জরুরি সেবা ও সরবরাহ-শৃঙ্খলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত পরিসেবাসমূহ যথারীতি চালু থাকবে-

* জরুরি পরিসেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট এবং এতদসংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জমাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী।

* ওষুধ-শিল্প সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও কর্মী, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, শিশুখাদ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পশুখাদ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ইত্যাদি পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, দুগ্ধ-

পণ্য উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ জীবনধারণের মৌলিক পণ্য উৎপাদন ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* উপরোক্ত পরিসেবা সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ছুটি/সাপ্তাহিক ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমন নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থা সংক্রান্ত জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথারীতি বলবৎ থাকবে বলে পরিপত্রে জানানো হয়েছে। সূত্র- সময় জার্নাল

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৬ জনের মৃত্যু: আইইডিসিআর

করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমণ কমেছে। তবে বেড়েছে মৃত্যুর হার। নতুন করে করোনাভাইরাসে ৯৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ৬ জন। এর আগে গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ১১২ জন। তার আগের দিন শনাক্ত হয় ৫৪ জন।

আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালী থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।

ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. সানিয়া তাহমিনা বলেন, ‘গত ২৪ ঘণ্টায় আমাদের পরীক্ষা হয়েছে ১ হাজার ১৮৪টি। এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৫৯টি পরীক্ষা করেছি।’

পরে আইইডিসিআর পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, ‘আমরা গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন সংক্রমণ পেয়েছি ৯৪ জনের মধ্যে। সর্বমোট সংক্রমণের সংখ্যা ৪২৪ জন।’

দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৪ করোনা রোগী শনাক্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৪ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪২৪ জনে।

শুক্রবার দুপুরে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পক্ষ থেকে নিয়মিত অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।

মালয়েশিয়ায় ১২ বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত

মালয়েশিয়ায় বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনাভাইরাসে ১২ বাংলাদেশিও আক্রান্ত হয়েছেন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এমন খবর দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক নূর হিশাম আবদুল্লাহ বলেন, সেখানে বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ৪১৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

তাদের মধ্যে ৫১ ইন্দোনেশীয়, ৩৭ ভারতীয়, ৩১ মিয়ানমারের, ২৯ পাকিস্তানি, ২৫ চীনা, ১২ বাংলাদেশি, দুজন ফিলিপিন্সের এবং বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক।

তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় মোট চার হাজার ২২৮ জনের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাদের এক দশমাংশই বিদেশি নাগরিক।

সংশ্লিষ্ট বিদেশি মিশনগুলোকে তাদের নাগরিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানান মালয়েশিয়ার এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।

নূর হিশাম বলেন, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অভিবাসীপ্রত্যাশী ও শরণার্থীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য কাজ করতে চায় সরকার।

সূত্র-যুগান্তর

লাশের পাশে মায়ের আহাজারি, ২১ ঘণ্টায় এগিয়ে আসেননি কেউ

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ইউনিয়নের কলারগাঁও গ্রামের সুশান্ত কর্মকার (৩৪)। পা ফোলা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত মঙ্গলবার দুপুরে ভর্তি হন শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে বুধবার বিকেল পৌনে চারটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর স্বজন ও গ্রামবাসী কেউ লাশ দেখতে আসেননি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্যও এগিয়ে আসেননি কেউ। ছেলের লাশের পাশে মা গঙ্গা রানী কর্মকার আহাজারি আর আর্তনাদ করে যাচ্ছিলেন। ফোনে স্বজন, অন্য সন্তান আর গ্রামবাসীকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর আর্তনাদে সাড়া দেননি। এমনকি সুশান্তর বড় ভাই, চার বোন ও বোনের পরিবারের সদস্যরাও ফিরে তাকাননি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা নিয়ে বিপাকে পড়েন সুশান্তের মা রানী কর্মকার ও স্থানীয় প্রশাসন। তখন শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজন পাল উদ্যোগ নেন।

তিনি ওই গ্রামবাসী ও ডিঙ্গামানিক শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরের কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মন্দিরের শ্মশানে ওই যুবককে দাহ করা হবে। কিন্তু দাহ করার কাজে যুক্ত হতে কেউ রাজি হচ্ছিলেন না।

তখন রাজন পালের সঙ্গে যোগ দেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহসভাপতি ত্রিনাথ ঘোষ, যুগ্ম সাধারণ সস্পাদক মিহির চক্রবর্তী, সদস্য দিলীপ ঘোষ, নড়িয়া উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চন্দন ব্যানার্জি।

তাঁরা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ওই গ্রামবাসী ও যুবকের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু লাশের কাছে কেউ আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসন পড়ে বিপাকে। তখন লাশ দাহ না করে বিকল্প ভাবতে থাকে প্রশাসন।

পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভেদরগঞ্জ উপজেলার দুই যুবক ও নড়িয়া উপজেলার তিন যুবক দাহকাজ করতে রাজি হন।

পরে তাঁদের সহযোগিতায় ছেলে মারা যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর বেলা পৌনে একটার দিকে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ নিয়ে ডিঙ্গামানিকে শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরে রওনা হন বৃদ্ধ গঙ্গা রানী কর্মকার। যাওয়ার সময় হাসপাতাল চত্বরে আহাজারি করে তিনি বলেন, ‘জীবনের শেষ বয়সে ছেলের লাশের ভার আমাকে এভাবে বইতে হবে, তা ভাবতে পারিনি।

এভাবে মানুষের মানবতা হারিয়ে গেল? কী হবে এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে? কিসের জন্য বেঁচে থাকা? মানুষের কল্যাণের জন্যই যদি কাজ না করতে পারি। কেউ আমার আর্তনাদ শুনল না। সন্তান, স্বজন, গ্রামবাসী কেউ না। আমার মতো এমন পরিণতি কাউকে যেন দেখতে না হয়।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জয়ন্তী রুপা রায় বলেন, ‘করোনায় মৃত অথবা করোনা সন্দেহ আছে, এমন মৃতদেহ বিশেষ সুরক্ষা মেনে সৎকার করতে হয়। আমরা সে অনুযায়ী পিপিই সরবরাহ করেছি। কিন্তু কাউকেই রাজি করাতে পারছিলাম না। যাকেই রাজি করাই, তিনিই পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে অন্য উপজেলার ও নড়িয়ার অন্য ইউনিয়নের যুবকেরা এগিয়ে আসেন।’

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজ শেষ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজ সম্পন্ন করেছেন ভেদরগঞ্জ উপজেলার রামভদ্রপুর গ্রামের পরিমল বাড়ৈ, রণজিৎ মণ্ডল, নড়িয়ার বাড়ৈপারা গ্রামের উত্তম পাল, ঘড়িসার গ্রামের অনুকূল ঘোষ ও চাকধ গ্রামের সঞ্জয় বণিক।

এদিকে সুশান্তকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করার পর মঙ্গলবার দুপুরেই করোনা পরীক্ষার জন্য তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়। পরে প্রতিবেদনে দেখা যায় ওই যুবকের করোনা শনাক্ত হয়নি। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিকিৎসক আবদুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘মঙ্গলবার ওই যুবকের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়। বুধবার করোনা প্রতিবেদনে তাঁর নেগেটিভ ফল আসে।’

মারা যাওয়া সুশান্ত কর্মকার স্থানীয় ঘড়িসার বাজারের একটি

স্বর্ণের গয়না প্রস্তুত কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর আরেক ভাই ও চার বোন আছে। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা মারা গেছেন। বড় ভাই তাঁর স্ত্রী–সন্তান নিয়ে আলাদা থাকেন।

চার বোনই বিয়ের পর তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে থাকেন। মা গঙ্গা রানীকে নিয়ে সুশান্ত কলারগাঁও গ্রামে পৈতৃক ভিটায় থাকতেন। বেশ কিছু দিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল পা ফুলে যাওয়ার সমস্যা।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে গত মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর মা নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। শ্বাসকষ্ট থাকায় করোনা সন্দেহে সুশান্তকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল।

ডিঙ্গামানিক সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক মুকুল চন্দ্র রায় বলেন, ‘ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে কেউ রাজি হচ্ছিল না। কোনো শ্মশানেও নিতে চাচ্ছিল না। তখন আমরা রাজি হই। এভাবে অবহেলা করা ঠিক হয়নি।’

শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানিক ব্যানার্জি বলেন, ‘যখন শুনতে পাই হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালে পড়ে আছে, কেউ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করছে না, তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় অবস্থান করার কারণে আমি যেতে পারিনি। কিন্তু আমাদের স্থানীয় নেতাদের মাঠে নামিয়ে দিই। যেকোনো উপায়ে যথাযথ ধর্মীয় নিয়মে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মারা যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর তাঁর লাশ হাসপাতাল থেকে এনে দাহ কাজ শুরু করা হয়। এ কাজটি না করতে পারলে সমাজে মুখ দেখাতে পারতাম না।’

জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, ‘করোনা সন্দেহ করে কেউ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে এগিয়ে আসতে চাচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। পরবর্তী সময়ে পূজা উদ্যাপন পরিষদের নেতাদের উদ্যোগে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার কমিটি গঠন করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

সূত্র- প্রথম আলো

মেহেরপুরের সকল প্রবেশপথে আজ থেকে নিরাপত্তা চৌকি

করোনা প্রতিরোধে আজ শুক্রবার থেকে মেহেরপুর জেলার সকল প্রবেশপথে নিরপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁর ফেসবুক টাইমলাইনে তিনি এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে জেলার সকল প্রবেশপথে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে..

ঢাকা ছাড়া আরও ২১ জেলায় করোনার সংক্রমণ

রাজধানী ঢাকা ও ঢাকা জেলা ছাড়া আরও ২১টি জেলায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। ঢাকায় সংক্রমণ বেশি। রাজধানী ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন জায়গায় মোট ২০৯ জন আক্রান্ত হয়েছে। ঢাকার বাইরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেলায়। এই জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

৮ মার্চ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৩৩০ জন শনাক্ত বলে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানিয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, অন্যান্য জেলার তালিকায় আছে: গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ী, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, শেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, সিলেট, রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারি,

চুয়াডাঙ্গা ও ময়মনসিংহ।

ঢাকা শহরে মোট রোগী শনাক্ত হয়েছে ১৯৬ জন। শহরে মোট ৬১টি এলাকার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। ১০ জন বা তার বেশি আক্রান্ত হয়েছে ধানমন্ডি, ওয়ারি, বাসাবো, উত্তরা ও মিরপুর-১ এ। আলোচিত টোলারবাগে আক্রান্ত হয়েছে ৮ জন।

নারায়ণগঞ্জের বাইরে মাদারীপুর, চট্টগ্রাম ও গাইবান্ধায় রোগী বেশি। ৯ মার্চ পর্যন্ত এই তিন জেলায় শনাক্ত করা রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১১, ৯ ও ৮ জন।

রোগ শনাক্তকরণ পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র বলছে, আরও দুটি জেলায় সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আজ শুক্রবার জেলাগুলোর নাম ঘোষণা হতে পারে।

সূত্র-প্রথম আলো

সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে। এর আগে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটির ঘোষণা থাকলেও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আরও ৯ দিন ছুটি বাড়িয়েছে সরকার।

আজ শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আগামী ২৪ ও ২৫ সাপ্তাহিক ছুটি। তাই আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত সরকারি ছুটি

বলবৎ থাকবে।

এর আগে প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। তৃতীয় দফায় ১২ ও ১৩ এপ্রিল ছুটি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর পরদিন পয়লা বৈশাখের ছুটি। এবার নতুন করে ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে।

সূত্র-আমাদের সময়